ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৩ বর্ষ ৮ম সংখ্যা | ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ১৭ বৈশাখ ১৪২৬, ৩০ এপ্রিল ২০১৯

টিএসসিতে বঙ্গবন্ধুর দুর্লভ ছবি সংরক্ষণ

জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন। তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের অনাবাসিক ছাত্রও ছিলেন। তবে রাজনৈতিকভাবে ফজলুল হক মুসলিম হলে তিনি অনেক সময় কাটিয়েছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামে রত থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবন ও প্রান্তে ছাত্র ও যুব নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বিচরণ ছিল অবারিত। দেশ স্বাধীন হবার পর ডাকসুর আমন্ত্রণে ১৯৭২ সালের ৬ই মে বঙ্গবন্ধু প্রথম বারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনে চ্যান্সেলর হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিত হবার কথা ছিল। কিন্তু ঘাতকের হাতে নির্মমভাবে তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা নিহত হবার কারণে বঙ্গবন্ধুর ঐ দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়া হয় নি। সেদিন কর্মসূচির মধ্যে টিএসসি মিলনায়তনে এসে বঙ্গবন্ধুর ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশে বক্তব্য প্রদানের কথা ছিল। তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর আবদুল মতিন চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশে মানপত্র পাঠ করবেন বলেও ঠিক ছিল। বঙ্গবন্ধু টিএসসি-তে এসে যে চেয়ারে উপবেশন করবেন তা বিশেষভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল। চেয়ারটি এখনো টিএসসিতে সংরক্ষিত আছে। ১৯৭২ সালের পর একাধিক বার টিএসসিতে কর্মসূচি দিয়ে বা না-দিয়ে বঙ্গবন্ধু টিএসসিতে আসেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। কিন্তু তার দিনক্ষণ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নেই। বঙ্গবন্ধু টিএসসিতে আসার কোনো স্মৃতিময় ফটো টিএসসির কোথাও সংরক্ষিত ছিল না। তাই এখন দেশনায়ক হিসেবে তাঁর স্মৃতিময় ফটো সংরক্ষনের উদ্যোগ নেয়া

হয়েছে। বঙ্গবন্ধু টিএসসিতে ১৯৭৩ সালে এসেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের পরমবন্ধু ফরাসি লেখক-দার্শনিক এবং দ্য গল সরকারের মন্ত্রী 'আঁদ্রে মার্লো'র সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আমন্ত্রণে তিনি বাংলাদেশ সফরে এলে তাঁকে টিএসসিতে বীরোচিত সংবর্ধনা দেয়া হয়।

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাবি'র ডিন নির্বাচন অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ অনুষদসমূহের ডিন নির্বাচন গত ২৯ এপ্রিল ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর ২৭(৫) ধারা এবং অধ্যাদেশের (২য় খন্ড) ১৮নং অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন উপাচার্যের প্রতিনিধি হিসেবে এই নির্বাচন পরিচালনা করেন। আইন অনুষদ ও আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

নির্বাচিত ডিনগণ হলেন : অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন (কলা অনুষদ); অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমদ চৌধুরী (বিজ্ঞান অনুষদ); অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ (আইন অনুষদ); অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম (বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ); অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম (সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ); অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক (জীব বিজ্ঞান অনুষদ); অধ্যাপক ড. এস এম আব্দুর রহমান (ফার্মেসী অনুষদ); অধ্যাপক নিসার হোসেন (চারুকলা অনুষদ); অধ্যাপক ড. এ. এস. এম. মাকসুদ কামাল (আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ) এবং অধ্যাপক ড. মো. হাসানুজ্জামান (ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদ)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১৭ এপ্রিল ২০১৯ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান, ডাকসু'র ভিপি মো. নুরুল হক এবং এজিএস মো. সাদ্দাম হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উদ্‌যাপিত

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার সাংবিধানিক ঘোষণা দিবস হিসেবে বিবেচিত- উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সাংবিধানিক ঘোষণা দিবস হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন, মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের প্রথম সরকার এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি। গত ১৭ এপ্রিল ২০১৯ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ আলোচনা সভার আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, ডাকসু'র ভিপি মো. নুরুল হক, এজিএস মো. সাদ্দাম হোসেন, অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি মো. আমিরুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ডের প্রতিনিধি অধ্যাপক আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ সহ কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি এবং চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে একটি মহল দুরভিসন্ধিমূলকভাবে বিতর্ক সৃষ্টির অপতৎপরতায় লিপ্ত। তারা বিভিন্ন গুজব ছড়িয়ে সমাজে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়। এ ধরণের অপতথ্যের মাধ্যমে একটি জাতিকে অপরাধ প্রবণ জাতিতে পরিণত করা হয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে তরুণ প্রজন্মকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। উপাচার্য ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকারের পটভূমি তুলে ধরে বলেন, মুজিবনগর সরকারের দু'টি মূল ভিত্তি ছিল। এর একটি হলো ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা। আরেকটি হলো ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সরকার গঠন। মুক্তিযুদ্ধকালীন এ ধরণের নিয়মতান্ত্রিক সরকার বিশ্ব ইতিহাসে বিরল উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় এবং একই বছর ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় এ সরকার শপথ গ্রহণ করে। এই সরকারের নেতৃত্বেই বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। উপাচার্য বলেন, ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্ত যায়। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল সেই সূর্য আবার নতুনভাবে উদিত হয়।

'ডাকসু ও হল সংসদ: অভিজ্ঞতা শুনি সমৃদ্ধ হই' শীর্ষক অনুষ্ঠান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদের নব-নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব পালন উপলক্ষে 'ডাকসু ও হল সংসদ : অভিজ্ঞতা শুনি সমৃদ্ধ হই' শীর্ষক এক অনুষ্ঠান গত ১৫ এপ্রিল ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভবন চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ডাকসুর সাবেক ভিপি তোফায়েল আহমেদ এমপি প্রধান অতিথি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক ড. খন্দকার বজলুল হক ও ডাকসুর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ডা. মুশতাক হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, ডাকসুর কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. এস এম মাহফুজুর রহমান, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট এবং ডাকসু ও হল সংসদের নব-নির্বাচিত প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ডাকসুকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, এখানে কেউ কারো প্রতিপক্ষ নয়। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে সবাইকে সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। স্বাধীনতার পূর্বের ছাত্র আন্দোলন এবং বর্তমানের ছাত্র আন্দোলনের গতি, প্রকৃতি ও ধরন ভিন্ন উল্লেখ করে তিনি বলেন, সমৃদ্ধ জাতি গঠন ও শিক্ষার মানোন্নয়নে ডাকসু ও হল সংসদ প্রতিনিধিদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে। (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদের নব-নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব পালন উপলক্ষে 'ডাকসু ও হল সংসদ : অভিজ্ঞতা শুনি সমৃদ্ধ হই' শীর্ষক এক অনুষ্ঠান গত ১৫ এপ্রিল ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভবন চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ডাকসুর সাবেক ভিপি তোফায়েল আহমেদ, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

ব্লু ইকোনমি শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে গত ২৪ এপ্রিল ২০১৯ 'Sustainable Blue Economy for the Development of Bangladesh' শীর্ষক দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম.এ. মান্নান, এমপি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগ, গ্রীনটেক ফাউন্ডেশন, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ মেরিটাইম রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. কাউসার আহাম্মদ। এতে আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকাস্থ জার্মান দূতাবাসের উপ-প্রধান মি. মাইকেল সুলথেইস, গ্রীনটেক ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী পরিচালক লুৎফর রহমান এবং সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান মো. জোবায়ের আলম।

প্রধান অতিথির ভাষণে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম.এ. মান্নান বলেন, বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশির নিচে প্রচুর সম্পদ রয়েছে। এসব সামুদ্রিক সম্পদ সম্পর্কে আমাদের পর্যাপ্ত ধারনা এবং তথ্য নেই। (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে 'গ্লিম্পসেস অব ফটোগ্রাফী' শীর্ষক এক আলোকচিত্র প্রদর্শনী গত ২৪ এপ্রিল ২০১৯ উদ্বোধন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি, এমপি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান এবং চারুকলা অনুষদের ডীন অধ্যাপক নিসার হোসেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৩১ মার্চ ২০১৯ কার্জন হল চত্বরে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এসময় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তঃহল ফুটবল প্রতিযোগিতায় জগন্নাথ হল এবং রোকেয়া হল চ্যাম্পিয়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃহল ফুটবল (ছাত্র-ছাত্রী) প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ২০ এপ্রিল ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

এই প্রতিযোগিতায় ছাত্র বিভাগে জগন্নাথ হল চ্যাম্পিয়ন এবং ফজলুল হক মুসলিম হল রানার-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। অন্যদিকে ছাত্রী বিভাগে রোকেয়া হল চ্যাম্পিয়ন এবং কবি সুফিয়া কামাল হল রানার-আপ হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. শাহ্ মো. মাসুমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, আবাসিক শিক্ষকবৃন্দ, ডাকসু'র ভিপি মো. নুরুল হক নুর, জিএস গোলাম রব্বানী, এজিএস মো. সাদ্দাম হোসেন, ক্রীড়া সম্পাদক শাকিল আহমেদ তানভীর এবং শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যোগাযোগ বৈকল্য (Communication Disorder) বিভাগের ৪র্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী গত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সকালে বেলুন উড়িয়ে দিনব্যাপী কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

এ উপলক্ষে উপাচার্যের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে একটি আনন্দ র‍্যালী বের করা হয়। র‍্যালীতে বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ, বিভাগীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। পরে বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফের সভাপতিত্বে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিকেলে অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল,এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম ও অধ্যাপক ডা. শাহিন আখতার।

বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা

অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের বিএস সম্মান ১ম বর্ষ শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ ও এমএস-এর শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত ১৮ এপ্রিল ২০১৯ স্ব স্ব বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উভয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন

অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক।

অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের ৩১তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ ও ২৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমান। এতে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. ফেরদৌসি কাদরী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. মো. মুজিবুর রহমান, বিভাগীয় ছাত্র উপদেষ্টা ড. মো. মিজানুর রহমান। নবীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে নুসরাত জাহান অমি ও বিদায়ী শিক্ষার্থীদের পক্ষে রাফিউল ইসলাম রাঙা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে ২০১৭ এবং ২০১৮ শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন শ্রেণীর কৃতী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পদক ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

প্রধান অতিথির ভাষণে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বিভাগের নবীন শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে

স্বাগত জানিয়ে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমরা লেখা-পড়া করে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সৎ, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলবে। তোমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ধারণ করে দেশ ও জাতির সেবায় এগিয়ে আসবে।

উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ

উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের বি.এস. (সম্মান) ১ম বর্ষ শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ ও এম. এস. শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. রাখহরি সরকার। এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবুল বাসার ও বিভাগীয় ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা। নবীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নওশিন শারমিলি সুজানা ও বিদায়ী শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন পূজা পুষ্পা ঘোষ।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু স্কলারশীপ অর্জনের জন্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কিশোয়ার জাহান সিঁথিকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়াও খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য বিদায়ী শিক্ষার্থীদের ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

প্রধান অতিথির ভাষণে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বিভাগের নবীন শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাগত জানান এবং বিদায়ী শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত জীবনের সাফল্য কামনা করেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাচর্চা, গবেষণা, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের দিকে শিক্ষার্থীদের বেশি মনোযোগী হতে হবে। জ্ঞানের চর্চা না করার জন্য পৃথিবীর অনেক দেশ ও সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বিজ্ঞানী সত্যেন বোস, দার্শনিক গোবিন্দ চন্দ্র দেবসহ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা ব্যক্তিদের উদাহরণ তুলে ধরেণ এবং তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ভূতত্ত্ব বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূতত্ত্ব বিভাগের বিএস সম্মান ১ম বর্ষ (৫১তম ব্যাচ) শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ ও এমএস (৪৫ তম ব্যাচ)-এর শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা-২০১৯ গত ১৬ এপ্রিল ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ।

বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ-এর সভাপতিত্বে এতে অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রাখের বিভাগীয় শিক্ষক ও অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ড. মো. আনোয়ার হোসেন ভূঁঞা।

প্রধান অতিথির ভাষণে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বিভাগের নবীন শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাগত জানান এবং বিদায়ী শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্য কামনা করেন। তিনি ভূতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষকদের ভূতাত্ত্বিক বিভিন্ন গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সেগুলো অনুসরন করে নতুন নতুন আবিষ্কারে আত্মনিয়োগের জন্য নবীন শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমরা লেখা-পড়া করে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সৎ ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলবে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী জীবন ও আদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে তোমরা দেশ ও জাতির সেবায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে।

অনুষ্ঠানে বিএস সম্মান ১ম বর্ষে সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী খন্দকার মাসুম বিল্লাকে 'সাবরিনা শরমিন বৃত্তি-২০১৯' প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, বিভাগের ৩২তম ব্যাচের প্রয়াত শিক্ষার্থী সাবরিনা শরমিন-এর স্মৃতির স্মরণে ৩২তম ব্যাচের পক্ষ থেকে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের ২য় পর্বে বিভাগের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ, নবীন-প্রবীন ও সাবেক শিক্ষার্থীবৃন্দ, কর্মকর্তা ও কর্মাচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'ডাকসু ও হল সংসদ: অভিজ্ঞতা শুনি সমৃদ্ধ হই' শীর্ষক অনুষ্ঠান

(১ম পৃষ্ঠার পর) ডাকসুর সাবেক ভিপি তোফায়েল আহমেদ এমপি বর্ণাঢ্য ছাত্র জীবন ও স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিঝরা দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করে বলেন, তখন ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। শিক্ষকগণ ছাত্রদের স্নেহ করতেন, ছাত্ররাও শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করতেন। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সম্পর্কের কারণে তখন ছাত্রদের অনেক দাবী সহজেই আদায় হয়ে যেত। সেসময় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। এই ঐতিহ্য অনুসরণ করে বর্তমান ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নেতা তৈরীর কারখানা হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ডাকসু গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার জন্য ডাকসু নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, নুসরাত হত্যাকাণ্ডের মতো সামাজিক অবক্ষয় রোধেও তাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। 'ছাত্রত্ব শেষ হওয়ার পর একদিনও হলে থাকিনি' উল্লেখ করে তোফায়েল আহমেদ বলেন, বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদেরও এই নীতি অনুসরণ করতে হবে। ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

টিএসসি'তে বঙ্গবন্ধুর দুর্লভ ছবি সংরক্ষণ

(১ম পৃষ্ঠার পর) এসময় বঙ্গবন্ধু টিএসসিতে আসেন। অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশের আগে টিএসসি প্রাঙ্গণে হেঁটে অগ্রসরমান বঙ্গবন্ধু, পাশে তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী, ছাত্রনেতৃবৃন্দের একটি ফটো পাওয়া যায়। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বজায় ও টিএসসিতে বঙ্গবন্ধুর শুভ পদার্পণ স্মরণ করার জন্য সেই ফটো গত ১৮ই এপ্রিল ২০১৯ টিএসসির উপদেষ্টার অফিস কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন করা হয়। উত্তোলন করেন টিএসসির উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর। উত্তোলন পর্যায়ে তিনি বলেন, জাতির পিতা আমাদের চেতনার ধ্রুব তারকা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে যে স্থানে বিচরণ করেছেন তা ইতিহাসের অংশ। সেই স্থান স্মারকের মাধ্যমে অবশ্যই সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। টিএসসিতে বঙ্গবন্ধুর আগমনে আমরা গর্বিত। এই গর্ব প্রকাশ এবং ইতিহাস স্মরণ করার জন্য আজ আমরা টিএসসিতে বঙ্গবন্ধুর আগমনের ফটো আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন করলাম। এতে টিএসসিতে যারা আসবে, সেই সব শিক্ষার্থী ও অন্যরা অনুধাবন করতে পারবেন, বঙ্গবন্ধুর পদধুলিতে পবিত্র অঙ্গনে তারা এসেছেন।

ব্লু ইকোনমি শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

(১ম পৃষ্ঠার পর) এসব সম্পদ আহরণের জন্য আমাদেরকে ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান, জরিপ ও গবেষণা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। তাঁরই নেতৃত্বে আমরা জলে, স্থলে ও আকাশে সর্বত্র বিচরণ করছি। তিনি সামুদ্রিক সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রণয়নের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, আমাদেরকে টেকসই নীল অর্থনীতির মাধ্যমে দেশকে আরও উন্নতি ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এজন্য আমাদেরকে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র সহ সামুদ্রিক সম্পদ অন্বেষণ ও আহরণ করতে হবে। তিনি এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে একত্রে কাজ করার আহ্বান জানান।

সম্মেলনের দু'টি আলাদা সেশনে উপস্থিত ছিলেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালেদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি। উল্লেখ্য, দেশ-বিদেশের শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং পেশাজীবীরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির ম্যানেজার

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির ম্যানেজার টেলর ম্যাডালিন গত ১৬ এপ্রিল ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. গোলাম মোহাম্মদ ভূঞা এবং প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির মধ্যে বন্যপ্রাণি, মৎস্যবিজ্ঞান, সমুদ্রবিজ্ঞান, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যৌথ সহযোগিতামূলক গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় তারা দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বৈঠককালে যৌথ সহযোগিতামূলক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়।

একেডিএন প্রতিনিধিদল

আগা খান ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (একেডিএন)-এর রেসিডেন্ট ডিপ্লোমেটিক রিপ্রেজেন্টেটিভ মুনির এম. মেরালি'র নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১৭ এপ্রিল ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা হলেন রয় জিন্সলি এবং মহেশ বালাকৃষ্ণ।

সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়ে মতবিনিময় করেন। একেডিএন রিপ্রেজেন্টেটিভ ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত আগা খান একাডেমি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে উপাচার্যের পক্ষ থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতা চান। উপাচার্য এক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

কাবুল ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর ও ভাইস চ্যান্সেলর

আফগানিস্তানের কাবুল ইউনিভার্সিটি'র চ্যান্সেলর অধ্যাপক হামিদুল্লাহ ফারুকী এবং ভাইস-চ্যান্সেলর ড. তাফসিরা হাশেমী গত ২৪ এপ্রিল ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। কাবুল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ইসমাতুল্লাহ ওসমানী এবং ঢাকাস্থ আফগান দূতাবাসের থার্ড সেক্রেটারি আহমদ খলিল সাদাত তাঁদের সঙ্গে ছিলেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক, ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এস এম আব্দুর রহমান, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. সানজীদা আখতার এবং বিশ্বব্যাংকের কয়েকজন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কাবুল ইউনিভার্সিটির মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গবেষক বিনিময় নিয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়। শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Higher Education Acceleration and Transformation (HEAT)' শীর্ষক নতুন একটি প্রকল্প চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে বৈঠকে মত বিনিময় করা হয়।

জাপানের অধ্যাপক

জাপান এ্যাডভান্সড ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি'র অধ্যাপক ড. ইউজি কোদা গত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম, প্রভাষক ড. মো. আবুল কালাম সিদ্দিকী এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. খালিদ আলম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপান এ্যাডভান্সড ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি-এর মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বৈত পিএইচডি প্রোগ্রাম চালুর বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জাপানে ইন্টার্নশীপ ও স্বল্প-মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে অধ্যাপক ড. ইউজি কোদার সহযোগিতা চান। জাপানের অধ্যাপক এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতার আশ্বাস দেন। উল্লেখ্য, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যেই জাপান এ্যাডভান্সড ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি-এর সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

আফগানিস্তানের কাবুল ইউনিভার্সিটি'র চ্যান্সেলর অধ্যাপক হামিদুল্লাহ ফারুকী এবং ভাইস-চ্যান্সেলর ড. তাফসিরা হাশেমী গত ২৪ এপ্রিল ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির ম্যানেজার টেলর ম্যাডালিন গত ১৬ এপ্রিল ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

জাপান এ্যাডভান্সড ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি'র অধ্যাপক ড. ইউজি কোদা গত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

আগা খান ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (একেডিএন)-এর রেসিডেন্ট ডিপ্লোমেটিক রিপ্রেজেন্টেটিভ মুনির এম. মেরালি'র নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১৭ এপ্রিল ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশনের নব-নির্বাচিত কমিটির অভিষেক, নতুন কর্মকর্তাদের বরণ, বিদায়ী কর্মকর্তাদের সংবর্ধনা এবং এসোসিয়েশনের বার্ষিক প্রীতিভোজ গত ১৮ এপ্রিল ২০১৯ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এসময় রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান, এসোসিয়েশনের নব-নির্বাচিত সভাপতি মো. আমিরুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক মো. কামরুল হাসান উপস্থিত ছিলেন।

বাঁধন কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন বাঁধনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা ও দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠান-২০১৯ গত ০৫ এপ্রিল ২০১৯ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। বাঁধন কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতি মোঃ জহুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিন আহাম্মদ।

অনুষ্ঠানে বাঁধন কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ ২০১৯-২০ এর নতুন কমিটি ঘোষনা করা হয়। নবনির্বাচিত কমিটিতে সভাপতি হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হুসাইন মুহাম্মাদ সিদ্দিকিন এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মোঃ জোনাহিদ চকদার। এছাড়া ২৯-সদস্যের কেন্দ্রীয় পরিষদে স্থান পেয়েছে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথির বক্তব্যে নতুন কমিটির সদস্যদের অভিনন্দন এবং বিদায়ী কমিটির সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন মানবসেবার আদর্শ ধারণ করে সারাজীবন এদেশের মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন, তেমনি বাঁধন কর্মীরাও একই মূল্যবোধ ধারণ করে দেশের প্রায় সব জেলায় মানবসেবার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উপাচার্য আরও বলেন, আগামী ২০২০ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে এবং এ উপলক্ষে তিনি বাঁধন কর্মীদের প্রতিও বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান।

কোষাধ্যক্ষের স্ত্রীর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের স্ত্রী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহফুজা শরিফা সুলতানা গত ২৪ এপ্রিল ২০১৯ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি.... রাজেউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, দুই কন্যা, এক ছেলে, মা এবং আত্মীয়স্বজনসহ অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের স্ত্রী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহফুজা শরিফা সুলতানার মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। গত ২৪ এপ্রিল ২০১৯ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. মাহফুজা শরিফা সুলতানা একজন মেধাবী ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ও গবেষক ছিলেন।

উপাচার্য মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

অধ্যাপক ড. মাহফুজা শরিফা সুলতানার নামাজে জানাজা গত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ 'মসজিদুল জামিয়ায়' অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ জানাজায় অংশ নেন। পরে তাঁকে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

প্রয়াত অধ্যাপক ড. মাহফুজা শরিফা সুলতানার কুলখানি গত ২৬ এপ্রিল ২০১৯ বাদ আসর কোষাধ্যক্ষের ফুলার রোডস্থ বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও মরহুমার আত্মীয়স্বজন কুলখানিতে অংশ নেন।

ডিএনএ সিকোয়েন্সিং ল্যাব উদ্বোধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ ল্যাবরেটরি আধুনিকায়নের লক্ষ্যে সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস ভবনে "ডিএনএ সিকোয়েন্সিং এনালাইজার" নামক একটি অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৩ এপ্রিল ২০১৯ সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ল্যাব উদ্বোধন করেন। সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. গোলাম মোহাম্মদ ভূঞার সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য দেন সেন্টারের চিফ সায়েন্টিস্ট ড. গাজী নুরুন নাহার সুলতানা।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান "ডিএনএ সিকোয়েন্সিং এনালাইজার"-এর যথাযথ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের চিকিৎসা সেবার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষক ও গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এই ল্যাবরেটরি থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার তথা সমগ্র জাতি উপকৃত হবে। "ডিএনএ সিকোয়েন্সিং এনালাইজার"-এর গবেষকগণ দেশে ক্যান্সার, থ্যালাসেমিয়া ও অন্যান্য জটিল রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, "ডিএনএ সিকোয়েন্সিং এনালাইজার" ল্যাব থেকে স্তন ক্যান্সার, থ্যালাসেমিয়া, ফরেনসিক পরীক্ষাসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হবে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ২০ এপ্রিল ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতা আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক শেখ আফজাল হোসেন বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে ভালোভাবে জানার জন্য শিশুদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর চারিত্রিক গুণাবলী ধারণ করতে হবে এবং তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত সময়ানুবর্তী ছিলেন উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, তিনি যথাসময়ে সঠিকভাবে সকল কাজ সম্পন্ন করতেন, নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকতেন এবং হোমওয়ার্ক শেষ করতেন। চিত্রাঙ্কন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডসহ সৃজনশীল কাজের সঙ্গে শিশুদের সম্পৃক্ত রাখার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এ ধরনের কার্যক্রম বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে শিশুদের পরিচয় ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

উল্লেখ্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৭ মার্চ ২০১৯ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের ক্যাফেটেরিয়ায় এই শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় মোট তিনটি গ্রুপে শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেক গ্রুপের সেরা ১০জন করে মোট ৩০জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলো- ক বিভাগে মো. মুসফিক শাহরিয়ার, দিল জাফিরা জাকারিয়া, মোফাশ্বারা কানিজ, সাদমান হোসেন, মো. বখতিয়ার নাদিম, নিতুন বিশ্বাস, খন্দকার নাবিল আহমেদ, আবিয়াজ আলম চৌধুরী রাজ্য, মো. ইয়াসিন আরাফাত ও অপর্ণা সরকার। খ বিভাগে-কাসিতা নুসাইবা তাকি, সিদরাতুল মুনতাহা ইরিন, নুহাশ রহমান স্পর্শ, লুৎফুর নাহার (বর্ষা), নুসরাত জাহান, ফাতেমা তুজ জোহরা, ফারিয়া ইসলাম রাফি, রাইসা ইসলাম (জারা), সুমাইয়া আক্তার মারিয়া ও জারলিনা হাসান তিয়ানা। গ বিভাগে- বশির উল্লাহ, মাহিনুর বিনতে ওয়াদুদ, মেহেরুন নেসা, অনন্য চৌধুরী অর্পা, মাহিমা চৌধুরী (মৃত্তিকা), মো. জাভেদ হাওলাদার রনি, মুহাম্মদ উল্লাহ মাহি, সম্পা আক্তার, মো. আবীর ও রুমানা আলম নিশি।

ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের ১৫ শিক্ষার্থীর বৃত্তি লাভ

পড়ালেখায় অসাধারণ সাফল্যের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের ১৫জন মেধাবী শিক্ষার্থী বৃত্তি লাভ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১৬ এপ্রিল ২০১৯ বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের কনফারেন্স কক্ষে এক অনুষ্ঠানে

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রকিব উদ্দিন ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. খন্দকার বজলুল হক, অধ্যাপক ড. চৌধুরী সায়মা ফেরদৌস প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান নিজেদের মেধা ও দক্ষতার সদ্ব্যবহারের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সমাজের উন্নয়নে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই ভালো কাজ করতে হবে। সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন - আছিয়া খাতুন ঝুমুর, সুমাইয়্যা আখতার, মো. রমজান, নঈম উদ্দীন, মেহরাজ আল হাসান, মো. রাকিবুল ইসলাম, রত্না আক্তার বৃষ্টি, সবুজ মিয়া, মো. শিপন হোসেন, সামিরা আক্তার, মো. ইয়াসিন, মিলন মুরমো, স্বপ্না আক্তার, ফাইজা বিনতে শহিদ এবং কুমারী রত্না রানী।

৩ শিক্ষার্থীর 'ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার' বৃত্তি লাভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ৩ জন মেধাবী শিক্ষার্থী 'ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার

বৃত্তি-২০১৮' লাভ করেছেন। গত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন। বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- রাহেলা আক্তার, শারমিন আক্তার শিলা ও জান্নাতুল ফেরদৌস মৌ।

বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত ভাষণ দেন 'ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার বৃত্তি'র ট্রাস্টি অধ্যাপক ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিভাগীয় অধ্যাপক ড. এ কে এম সাইফুল ইসলাম খান। অনুষ্ঠানে ভিজিটিং প্রফেসর অধ্যাপক ড. কাজেম কাহদুয়ি এবং বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, যেকোন অর্থ অর্জনের চেয়ে বৃত্তির অর্থ অর্জনে আলাদা আনন্দ ও গৌরব আছে। এই অর্জন হচ্ছে মেধার স্বীকৃতি। পরবর্তী জীবনে এটি মেধা বিকাশে অনুপ্রেরণা যোগায় এবং এর প্রভাব সারা জীবন থাকে। আজকের যারা বৃত্তি নিচ্ছে, ভবিষ্যতে তারাও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে এই ধরনের বৃত্তি প্রদান করতে সক্ষম হবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অধ্যাপক ড. হাবিবা খাতুন ট্রাস্ট ফান্ড লেকচার অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'অধ্যাপক ড. হাবিবা খাতুন ট্রাস্ট ফান্ড লেকচার-২০১৯' গত ১৬ এপ্রিল ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে 'Politics of Conflicting Allegiances: Bengal, 1937-40- A Commentary' শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি ড. সৈয়দ রিফাত আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম।

অনুষ্ঠানে ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা অধ্যাপক ড. হাবিবা খাতুনসহ বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

কলা অনুষদ বক্তৃতামালা-৮ অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের শিক্ষক শহিদ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর স্মরণে কলা অনুষদের নবনির্মিত সভাকক্ষটি 'শহিদ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী কলা অনুষদ সভাকক্ষ' নামকরণ করা হয়েছে। গত ২৩ এপ্রিল ২০১৯ এই সভাকক্ষটির আনুষ্ঠানিক ফলক উন্মোচন ও উদ্বোধন করেন জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। এসময় অন্যান্যের মধ্যে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

একই সাথে কলা অনুষদের নিয়মিত আয়োজন কলা অনুষদ বক্তৃতামালা-৮ অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে "রবীন্দ্রগল্পে বাংলাদেশের চার প্রকৃতিকন্যা: স্বরূপ ও রূপান্তর" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. রাফাত আলম মিশু। প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামাল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে পাণ্ডুলিপি বিষয়ক এক কর্মশালা গত ১৮ এপ্রিল ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সাইবার সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৩দিন-ব্যাপী এই কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক অধ্যাপক ড. এস এম জাবেদ আহমদের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন। এছাড়া স্বাগত বক্তব্য দেন ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সৈয়দা ফরিদা পারভীন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উপ-গ্রন্থাগারিক সৈয়দ আলী আকবর।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম ও মো: আবু বকর সিদ্দিক, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম এবং মোঃ নজরুল ইসলাম
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫